65

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...28 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

মানসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা কমছে

ভর্তি সংকট নিরসনে যথাযথ উদ্যোগ নেই

মোঃ আবদুর রহিম ॥ যতই বছর ঘুরছে স্কুল-কলেজে ছাত্র ভর্তির চাপ ততই তীব্রতর হচ্ছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংকট আরো তীব্র হবে। ভর্তি সংকট নিরসনে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোন কার্যকর উদ্যোগ নেই। অনেক ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিম্নমুখী হয়েছে। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলের প্রায় সবগুলোতেই শিক্ষাদানের প্রকৃত মান নেই। ভর্তি সংকটের কারণে অভিভাবক মহল উৎকণ্ঠিত।

বছর ঘুরার সাথে সাথে স্কুল কলেজে ভর্তি সংকটও বাড়ছে। রাজধানীতে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার কমতি নেই; বরং অধিকাংশ স্কুল-কলেজই ছাত্র স্বল্পতায় ভোগে। স্কুল-কলেজের মানোন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিকল্পিত চিন্তা-ভাবনা না থাকায় উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে না। বরং বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশ কিছু নামী-দামী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। এমতাবস্থায় আগামী শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংকটের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

আগামী শিক্ষাবর্ষ আসন্ন। অনেক স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে সকল স্কুলেই বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে পবিত্র রমজান শুরু হয়ে যাবে। ফলে ঢাকার অধিকাংশ স্কুলই একটু আগেভাগে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু করবে। অনেক স্কুল ইতিমধ্যেই ভর্তি ফরম বিতরণের তারিখ ঘোষণা

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ভর্তি সংকট নিরসনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছে।

আগামী ভর্তি মৌসুমকে সামনে রেখে অভিভাবক মহল বিশেষ করে কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অভিভাবকদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়ছে। একটি ভাল স্কুলে ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করানোর জন্যই এ উৎকণ্ঠা আর এ উৎকণ্ঠাকে পুঁজি করে একের পর এক গজিয়ে উঠছে কোচিং সেন্টার। বড় অংকের টাকার বিনিময়ে এসব কোচিং সেন্টারে ৩/৪ মাসের ভর্তি কোচিং দেয়া হয়। উদ্বেগাকুল অভিভাবক মহলের মধ্যে যাদের তদবিরের সূত্র জানা নেই তারা নিরূপায় হয়ে কোচিং সেন্টারগুলোকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করেন।

রাজধানীতে বর্তমানে সরকারী-বেসকারী হাই স্কুলের সংখ্যা সাড়ে ৩শ'। কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা তারও বেশী। অধিকাংশ সরকারী-বেসরকারী স্কুলসমূহে দু'টি করে শিফট রয়েছে। প্রতি স্কুলের গড়ে ১৫শ' ছাত্র-ছাত্রী থাকলে স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ধারণক্ষমতা ৬ লাখের কাছাকাছি। প্রতি বছর নতুন ভর্তির চাপ আসে ৩৫/৪০ হাজার। স্কুলগুলো থেকে প্রতি বছর বেরিয়ে যায় প্রায় সমপরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী। এ হিসেবে রাজধানীতে ভর্তির চাপ থাকার কথা নয়। এরপরও ভর্তির চাপের প্রধান কারণ মাত্র ১০/১৫টি ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছুদের চাপ। অথচ রাজধানীতে ২৪টি সরকারী স্কুলের শিক্ষার মান যথাযথ হলে ভর্তির তীব্র সংকট থাকতো না। কিন্তু ৪/৫টি সরকারী স্কুল ছাড়া বাদবাকী সরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান গ্রহণযোগ্যতার নীচে। এসব স্কুলের এসএসসি এবং বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল যথাযথ নয়। অথচ এসএসসি ও বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই স্কুলসমূহের মান নিরূপণ হয়ে থাকে।

ছাত্র-ছাত্রী কমের কারণে অর্থাভাবে অনেক স্কুল ইচ্ছা থাকলেও কাংক্ষিত মানে পৌঁছতে পারছে না। অথচ অধিকাংশ সরকারী স্কুলে ছাত্র স্বল্পতা থাকলেও অর্থাভাব নেই। ঢাকার ৫/৬টি বেসরকরী স্কুলের বার্ষিক বাজেটের সমপরিমাণ অর্থ একটি সরকারী স্কুলের পেছনে ব্যয় হয়ে থাকে। এরপরও সরকারী স্কুলসমূহে শিক্ষার মান ক্রমাবনতির দিকে। এ অবস্থায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মান বৃদ্ধির সরকারী আয়োজন কতটুকু ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি সংকট নিরসনে ঢাকার প্রধান প্রধান স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে কিছুসংখ্যক বেসরকারী স্কুলের মানোন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ভিকারুননেসা, মনিপুর হাই স্কুল, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এবং আইডিয়াল হাই স্কুলের শাখা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এতে কিছুটা ফলাফলও পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীতে এ উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করার কারণে এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা বিভাগের জনৈক কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি বলেন, স্কুলের মানোন্নয়নে স্বচ্ছলতা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সহায়তা পরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রশাসনিক এবং একাডেমিক বিষয়ে প্রধান শিক্ষকদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিলে এবং স্কুল কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজধানীর শতকরা ১০ ভাগ বেসরকারী স্কুলকে উঁচুমানে নিয়ে আসা সম্ভব। তিনি বলেন, বৃত্তি পরীক্ষার বিষয়ে নতুন নীতিমালা গ্রহণ করে বৃত্তিপ্রাপ্তদের স্ব-স্ব স্কুলে থেকে বৃত্তি গ্রহণ এবং বৃত্তিতে অংশ নেয়া (শতকরা ২০ জন করে) প্রতিটি স্কুলের জন্য একটি করে বৃত্তি কোটার ব্যবস্থা করা হলে স্কুলসমূহের শিক্ষার মানোন্নয়নে অনেকটা সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে, আগ্রহী কিন্ডার গার্টেন স্কুলসমূহকে বৃত্তি পরীক্ষায় এবং এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার বিশেষ অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা হলে রাজধানীতে ভর্তির চাপ কমবে।